দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আমেজ থাকুক সারা বছর

মো. আবুল বাশার

বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও জানুয়ারির ২ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো পাঠ্যপুস্তক উৎসব। আর বাংলাদেশের মানুষের উৎসব তালিকা হলো অধিকতর সমৃদ্ধ। ডিসেম্বর মাসের শীতকালীন ছুটিতে বেড়াতে যেতে না পারা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের কথোপকথনে পাঠ্যবই উৎসব এর দিন নিয়ে আলোচনা করতে শুনে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়েছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে ইংরেজি নববর্ষ উৎসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক উৎসব। শিশু-কিশোররা নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। সাথে সাথেই মনে হলো এটাই তো একমাত্র উৎসব যেদিন শিক্ষার্থীরা খালি হাতে সকালে স্কুলে এসে বাড়ি ফিরতে পারে নতুন বই হাতে। আর নতুন বই হাতে নিয়ে নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারছে। ভাবতে পারছে অধিকার হিসেবে শিক্ষার কথা, নাগরিক হিসেবে তার প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা সর্বোপরি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে পারছে। শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস বিদ্যালয় আঙিনা ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় বাড়ি পর্যন্ত। বয়স্ক পাঠকগণ একবার ভাবুন তো আপনার শৈশব ও কৈশোরকালীন পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির কথা অথবা আপনার সন্তানের পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগের বিড়ম্বনার চিত্র। আগে পুস্তক কিনতে মার্চ-এপ্রিল গড়িয়ে যেত। তখন শুধু প্রাথমিকের ৪০ শতাংশ পুস্তক নতুন ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। অন্য শিক্ষার্থীরা পেত পুরানো পুস্তক। এর ফলে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হতো। সরকার মূল্য নির্ধারণ করে মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক ছাপাত এবং শিক্ষার্থীদের বইয়ের দোকান থেকে তা কিনে পড়তে হতো। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ও নানারূপ প্রতিকূলতার মাঝেও সরকার ২০১০ থেকে ২০১৪ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১২১,৩৮,৭১,১৭২ টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে যথাসময়ে পৌঁছে দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আর এ জানুয়ারি মাসটিতে পাঠ্যপুস্তক উৎসব একটি মহাউৎসব হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এ উৎসবের সাথে কেবল শিক্ষার্থীই জড়িত নয়, জড়িত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রী, এম.পি, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনসিটিবি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য তথা সর্বস্তরের জনগণ। এ উৎসবে ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহর, ধর্ম,বর্ণ, স্বাভাবিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী কোনো প্রকার বৈষম্য নেই। আবার সারাদেশে একযোগে পালিত হয় বলেই অসাধারণ। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত উৎসবের আনন্দ ম্লান হতে না দেয়া। আর এ জন্য প্রধান কাজ হচ্ছে নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে বিদ্যালয় খোলা রাখা এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডকে পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক করা।

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বৃদ্ধি ও পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য যা করা যেতে পারে- এক. সবার জন্য সম্ভব না হলেও মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ডিগ্রী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা; দুই. পাঠ্যপুস্তকের ছবিসমূহ রঙিন করা; তিন. এনসিটিবির ওয়েবসাইটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ই-বুক ফর্মে দেয়া; চার. এনসিটিবির ওয়েবসাইটের সকল পাঠ্যপুস্তক ছবি ফরমেট নয় টেক্সট ফরমেট এ দেয়া; পাঁচ. যতদিন হার্ড কপিতে রঙিন ছবি দেয়া সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত কমপক্ষে ওয়েব কপিতে রঙিন ছবি সংযোজন করা; ছয়. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা; সাত. শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার ও পাঠ্যপুস্তকের সাথে শিক্ষাক্রমের সামঞ্জস্যতা বিষয়ক সেশন অন্তর্ভুক্ত করা; আট. টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য চাহিদা মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা; নয়. পাঠ্যপুস্তকের লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়ক এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংযুক্ত করা এবং প্রতিটি বিষয়ের লেখক হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানসমৃদ্ধ কমপক্ষে একজন লেখক নির্বাচন করা; দশ. পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন, শিক্ষকদের মাঝে সরবরাহ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা; এগার. সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচে পাঠসমূহ উপস্থাপন করা; বার. শিক্ষকের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন ও তা সরবরাহ করা। পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আনন্দ ধরে রাখার ক্ষেত্রে সবশেষে বলতে চাই, ফুল যেমন গন্ধ ছড়ায় আমাদের শিক্ষার্থীরাও পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিবে চারদিকে যা পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে করবে আরও গৌরবান্বিত।

● লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
Email: basharnsl@hotmail.com